তো সচেতনতা ও সজীবতার লক্ষণ।

খ্রীষ্টযাগে নতুন গান না আসলে নতুন গানের জন্ম হবে কী করে? একজন খ্রীষ্টভক্ত যখন খ্রীষ্টযাগে অংশগ্রহণ করেন তিনি কী শুনতে আসেন বা পেতে আসেন? হয়ত তিনি অনুতপ্ত হৃদয়ে এসেছেন তখন আমাদের গানের বাণী ও সুর তাকে যদি গভীর অনুভবে সহায়তা করে, তিনি তখন তার ধ্যানের গভীরে চলে যান। হোক অনুতাপ, হোক ক্ষমা, হোক আনন্দ, হোক প্রশংসা, হোক ধন্যবাদ-গান যেন তাকে ঐ বিষয়ে গভীর ভাবে সহায়তা করে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভে। সাধু আগষ্টিনের ভাষায়, যে একবার ভাল গান করে, সে দু'বার প্রার্থনা করে, তাই গান কোনভাবেই যেনতেন বিষয় নয়। ঘরে বসে একজন মা যখন সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকেন, তখন যদি বাণীদীপ্তির ক্যাসেটের গান শুনতে থাকেন, তিনি কি তখন প্রার্থনা করতে থাকেন? না। কিন্তু একটা ধর্মীয় আনন্দ তাকে ঘিরে থাকে। এই রিলেজিয়াস এন্টারটেইমেন্ট আমার নিজস্ব টার্ম। এ বিষয়ে আমার আবার শ্রদ্ধেয় ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ সীমার কথা মনে পড়ছে। যখন আমি উৎসর্গের জন্য লহ লহ প্রভু তোমারই সৃষ্টির উপহার গানটি তাঁকে শুনালাম, আমি ভয়ে ভয়ে বললাম ফাদার গানটি আধুনিক সুরে করেছি চলবে? তিনি বললেন, কেন চলবে না? তোর গানে তো উৎসর্গের আবেদনটা ঠিকই আছে। আর এখন ২০০৭ খ্রীষ্টাব্দ, তুই কি ষাট দশকের সুর করবি? যুগের সাথে সাথে সুরের সমন্বয় করতে হবে না? তবে হ্যাঁ, গান অনুযায়ী আবেদন অবশ্যই ঠিক থাকতে হবে।

আমরা যারা খ্রীষ্টযাগে সংগীত পরিবেশন করি, সবসময় আমাদের ভাবতে হবে, আমাদের সংগীতের মাধ্যমে নিজেদের আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও ভক্তি বৃদ্ধি করা ও উপস্থিত সকল খ্রীষ্টভক্তদের মধ্যে ভক্তিভাব জাগানো, ধর্মীয় অনুভূতি ও তৃপ্তি-আনন্দ জাগিয়ে তোলা। খ্রীষ্টযাগের প্রতিটি ধাপে সঠিক গান ও উপযুক্ত গান পরিবেশন করতে হবে। যদি আমরা উপস্থিত খ্রীষ্টভক্তদের মনে তৃপ্তি ও ভক্তিভাব জাগাতে না পারি তবে আমরা ব্যর্থ, এই হলো দায়বদ্ধতা। খ্রীষ্টযাগের সংগীত পরিবেশনের ভঙ্গিমা হতে হবে সংগীত অনুযায়ী আমাদের আবেগ ও অর্থ ঠিকভাবে প্রকাশ করা। যীশুর যাতনাভোগের গান গেয়ে যদি যীশুর কষ্ট, যন্ত্রণা মানুষের মনে অনুভূত না হয়, তবে তো গানের দল ব্যর্থ, গান সার্থক হলো না। আবার যীশুর জন্মের আনন্দ যদি মানুষের ভিতর না অনুভূত হয় তাহলেও গানের দল ব্যর্থ। এই যে, অনুষ্ঠান অনুযায়ী গান পরিবেশনের সঠিক ভঙ্গিমা বা ঢং সব কিন্তু লিখে বুঝানো সম্ভব নয়, এটাই হচ্ছে গায়কী। আমি আমার গায়কীতে পরিবেশন করছি আর আপনি আপনার গায়কীতে পরিবেশন করছেন, কিন্তু কোনটা মানুষের কাছে সমাদৃত হবে, মনোমুগ্ধকর ও তৃপ্তিদায়ক হবে সেটা মানুষের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় জানতে পারবেন। এখানেই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, দলে দলে পরিবেশনার পার্থক্য। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো গীর্জায় গান পরিবেশন করতে হয় দলগতভাবে। কোরাস গান একটু কঠিন হয়ে যায়, কারণ দলগত পরিবেশনা একরকম হতেই হবে। যখন হামিং করবো আ... বলে তখন যদি একজনের সুরের সাথে আরেক জনের সুরের ম্যাচিং না হয় অথচ সবাই সুরেই গাচ্ছে তখনও কিন্তু শ্রুতিমধুর হয় না। আবার শিল্পীরা যদি বিভিন্ন অঞ্চলের হয় তখন উচ্চারণগত পার্থক্য হয়, এক্সেন্টে মিল হয় না তখনও বেশ সমস্যা হয়। এজন্য কোন দল গঠন করতে চাইলে কমপক্ষে তিন বছর একসাথে গান গাইতে হবে। তবে হয়ত একরকম পরিবেশনার সম্ভাবনা আসে। সাথে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি, গভীরতার মিল হওয়াও প্রয়োজন। এজন্য একই অঞ্চলের শিল্পী হলে কিছুটা সুবিধা হয় অন্তত কোরাস গানের ক্ষেত্রে।

গান পরিবেশনার সময় ছন্দ বা তাল একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যীশুর মৃত্যু নিয়ে একটি গান দাদরা তালে হতে পারে আবার যীশুর জন্মের একটি গানও দাদরা তালে হতে পারে। এখন প্রশ্ন হলো ঐ দুটো গানেই কি একই বোল বাজবে? না, কখনই না। এই বিষয়ে অন্যতম রিদমিস্ট লিটন ডি'কস্তা এর সাথে অনেক আলোচনা করেছি। তাল দু'টোরই দাদরা ৬ বিট, কিন্তু বাজানো অবশ্যই দু'টো দুরকম হতে হবে। দুঃখের গানে দুঃখের স্টাইলে বাজবে আর আনন্দের গানে আনন্দ হয়ে দাদরাই বাজবে। এই রিদম সেন্সটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভজনের রিদম বাজবে একরকম আবার কীর্তনের রিদম বাজবে কীর্তনের মত। এই যে তালের রকমফের তা বুঝতেই হবে নতুবা গানের ভাবটি কখনই ফুটে উঠবে না। আবার তবলা বা রিদম ইন্সট্রুমেন্ট সুর করার ব্যাপারেও বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। যেমন, একটা দুঃখের গান যদি সি শার্পে হয় এবং তবলায় সুর বাঁধা হয় তারার জি-শার্পে, তখন আমার দরকার স্যাড মুড (Sad mood) ঢাং ঢাং, কিন্তু তবলা বাজলো ট্যাং ট্যাং করে, তবে তো হবে না। কারণ স্যাড মুড (Sad mood) নষ্ট হয়ে যাবে। গানের সাথে হারমোনিয়াম বা কী বোর্ড বাজানো সঠিক হতে হবে অর্থাৎ ঠিক ঠিক কর্ড বাজাতে হবে। শ্রদ্ধেয় ফাদার ভেনাসকে দেখেছি, যদি গানের সাথে কখনও ভুল কর্ড বাজানো হয় তবে তার ঠিক মাথার ভিতর গিয়ে লাগে, তিনি চীৎকার করে উঠেন। কী ধৈর্য, নিষ্ঠা ও সততা তার দেখেছি, যে দিন তিনি আমাকে নিয়ে বসলেন এবং সারাদিন পরিশ্রমের পরও আমাকে তিন ঘন্টা সময় দিলেন।

আমি ও আমরা অর্থাৎ বর্তমানে সেন্ট মেরী'স ক্যাথিড্রাল কয়্যার এর কথা বলছি। উপরোক্ত প্রত্যেকটি বিষয় মাথায় রেখে খ্রীষ্টযাগে এবং যে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করে থাকি। আরও ভাল গান কীভাবে মানুষকে দিতে পারি তাই প্রত্যেকটি গান নিয়ে আমি, স্নেহা ও অমল ভাবি যে, গান কীভাবে আরও আবেদনময়, প্রাণোচ্ছ্বল করা যায়। স্নেহা আমার সুরের গানগুলির প্রথম শ্রোতা, আধ্যাত্মিক গভীরতাও ভাল। অমলের সেন্স অব মিউজিক খুব ভাল, রিদম সেন্সও খুব ভাল। পাশাপাশি সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবহার অমল ভাল বুঝে। ওরা দু'জন আমাকে সবসময় আন্তরিক ভাবে সহায়তা করে। তাই চাই মানুষকে সুন্দর সুন্দর গান উপহার দিতে। আমরা যখন খ্রীষ্টীয় সংগীত যেমন, প্রেম যে চির মধুর, ঈশ্বর প্রভু আমি হই আপনহারা, ওরে আমার পাগলা মন, আমাদের হৃদয় প্রেম দিয়ে তুমি গড়, এই সব গান গীর্জার বাইরে অর্থাৎ ঢাকার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনে পরিবেশন করে থাকি, যেখানে আপামর দর্শক ও শ্রোতা সবাই মুসলিম এবং হিন্দু, তারাও মুগ্ধ ও তন্ময় হয়ে শুনেন। বলেন গানগুলির সুর ও বাণী পবিত্র এবং অপূর্ব লেগেছে। আমাদের পরিবেশনার ভঙ্গিমাও খুব ভাল লেগেছে।

খ্রীষ্টযাগের গান আজকে এবং আসছে ১০ বছর, ২০ বছর পরে কেমন হবে তা আমাদের সবারই ভাবতে হবে, পরিশ্রমও করতে হবে তাই, এখন থেকে পরিকল্পনাও করতে হবে। শ্রদ্ধেয় ফাদারগণ ও আমরা কেউই কারো প্রতিপক্ষ নই। সবাইকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে সমাজকে আরও ভক্তিময়, ধর্মময়, হৃদয়স্পর্শী ও প্রাণময় খ্রীষ্টযাগ উপহার দিতে হবে। প্রতিটি খ্রীষ্টযাগকেই হতে হবে ধর্মময় ও সংগীতময় এবং ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের অনন্য শুভক্ষণ।